বাংলাদেশের নাগরিকদের বসবাসের অনুমতি:

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আবেদনপত্র জমা চালু হয়েছে

গ্রীস ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পর, গ্রিসে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকরা যাদের বসবাসের অনুমতি নেই, তাদের কাজের জন্য অস্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

1. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- শর্ত হল গ্রীসে অবস্থান শুরু **৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২** এর আগে হতে হবে ।

-আবেদন জমা দেওয়ার আগে, আগ্রহীদের গ্রীসে অবস্থিত **বাংলাদেশ দূতাবাসের তালিকায় নিবন্ধন** করতে হবে (যদি তারা ইতিমধ্যে নিবন্ধিত না থাকে)।

- আগ্রহীরা এই অনুমতিপত্রের জন্য **১০ জুলাই, ২০২৩** পর্যন্ত আবেদন জমা দিতে পারবেন।

- **অনুমতিপত্রটি ৫ বছরের** জন্য কার্যকর থাকবে (ফাইল জমা করার তারিখ থেকে)।

- এটি **মৌসুমী কাজের** সুযোগ প্রদান করবে (চাই তা কৃষি খাতে হোক বা অন্য কোন অর্থনৈতিক খাতে হোক) সুতরাং, এটি AMKA এবং ভ্যাট নম্বর (আফিমি) প্রদানের মাধ্যমে বীমা (ইন্সুরেন্স) এর সম্ভাবনা রাখে।

- অনুমোদন প্রাপ্তদের বছরে কমপক্ষে **তিন (৩) মাস বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে** (সুতরাং প্রতি বছর সর্বাধিক **নয় (৯) মাস গ্রীসে বসবাস ও কাজ করতে হবে**।

-**পাঁচ (৫) বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর** অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন এর ধারকদের নবায়ন করার অধিকার থাকবে না, এবং অন্য আবাসিক অনুমোদনের জন্য আবেদন করার অধিকারও থাকবে না এবং **এদেশ ছেড়ে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য থাকবে।**

2. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র :

• আবেদন জমা দেওয়ার জন্য **৭৫ € (কোড ২১৪৮)** এবং তারপর আঙ্গুলের ছাপ বা (বায়োমেট্রিক ডেটা) পরিষেবার জন্য অনুরূপ ফী প্রদান করতে হবে। অনুমোদন প্রিন্ট করার জন্য **১৬ € (কোড ২১১৯)** ফী প্রদান করতে হবে। ফী অনলাইনের মাধ্যমে ই-পারাভোলো (E-PARAVOLO) বা কেপ (KEP) এ বাস্তবায়ন করে উল্লেখিত অর্থ যেকোন ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

• একটি **বৈধ পাসপোর্টের সমস্ত পৃষ্ঠা স্ক্যান করা একটি PDF ফাইল করতে হবে**, যার মেয়াদ আবেদন জমা দেওয়ার অন্তত **২** বছর পর শেষ হবে। (অর্থাৎ পাসপোর্টের নুন্নুতম ২ বৎসর মেয়াদ থাকতে হবে)

• **নিয়োগকর্তা মালিকের দায়িত্বশীল ঘোষণা সহ একটি পিডিএফ ফাইল** যে, এটি আবেদনকারীকে কাজে নিয়োগ করতে চলেছে, এবং তা জনপ্রশাসনের ইউনিফাইড ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে জারি করা থাকতে হবে। তাতে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখ করবে: **"আমার নিজের দায়িত্বে এবং শাস্তি জেনে, যা আইন ১৫৯৯/১৯৮৬ এর ৬ নং অধ্যায়ের এর ৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, আমি ঘোষণা করছি যে একজন নিয়োগকর্তা মালিক হিসাবে (আফিমি বা কর নিবন্ধন নম্বর সহ...........) অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে .... (কৃষি অর্থনীতি বা অন্যান্য) আমি এই লক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিকদের নিয়োগ করতে চাই ...., যদি তিনি গ্রীস এবং বাংলাদেশের মধ্যে মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি (আইন ৪৯৫৯/২০২২) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারকের অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার আবেদন জমা দেন।**

• **একটি স্ক্যান করা পিডিএফ ফাইল যেখানে কমপক্ষে এক বা একাধিক** প্রমানপত্র **যাতে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালের আগে এদেশে প্রবেশ এবং বসবাসের প্রমাণ** দেওয়া থাকবে ।

প্রমাণপত্রের উদাহরণ:

i)আইন ৪২৫১/২০১৪ এর ১৩A অনুচ্ছেদ অনুসারে নিয়োগ ও কাজের অনুমোদন পত্র বা (কৃষি অর্থনীতিতে অনিয়মিত আবাসিক অভিবাসী ভূমি শ্রমিকদের সাথে কাজ করেছে)
ii) আইন ৩৯০৭/২০১১ অনুযায়ী দেশ থেকে অপসারণ স্থগিত করার সিদ্ধান্তের অনুলিপি,
(iv)(রেসিডেন্ট পারমিট) বা বসবাসের অনুমতি প্রদান বা নবায়নের অনুরোধের জন্য প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তের অনুলিপি,
v) আবেদনকারীর নামে গ্রীক বিদ্যুৎ, পানি, মোবাইল বা টেলিফোন বিল,
vi) সরকারী কর্তৃপক্ষ বা ডিমোস কর্তৃক জারিকৃত কোনো অনুলিপি;
vii) একটি অস্থায়ী বা স্থায়ী বসবাসের অনুমতি বা ASYLUM তথা আশ্রয়ের জন্য অনুরোধ জমা দেওয়ার প্রমাণ (আন্তর্জাতিক সুরক্ষা স্থিতি),
viii) পূর্বে মেয়াদোত্তীর্ণ বসবাসের অনুমতি,
ix) ব্যাংক, মানি ট্রান্সফার ব্রোকার, বৈদেশিক মুদ্রা এবং পেমেন্ট সেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠানো রেমিটেন্সের রসিদ;
x) সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র দ্বারা তত্ত্বাবধানে থাকা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রীক ভাষার কোর্সে অংশগ্রহণের প্রশংসাপত্র,
xii) হাসপাতালে ভর্তির প্রমাণ,
xiii) পুলিশ কর্মকর্তাদের দেশ থেকে প্রস্থানের আদেশের নোট,
xiv)কোন (ডাক্তার, উকিল বা এধরণের কারো) ব্যক্তিগত অনুলিপি ,(কেউ তাঁর দায়িত্বশীল হয়েছিল এই ধরণের ঘোষণাপত্র ব্যতীত), যেগুলি পাবলিক বা অন্যান্য সরকারী অফিস কর্তৃক ইস্যু প্রত্যয়িত হয়েছে। এটা প্রত্যয়িত হবে অনুলিপির উপর "বিবেচিত" এবং তার তারিখ হিসেবে
xv) প্রমাণ যে পাসপোর্টটি ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর আগে গ্রিসের কনস্যুলার কর্তৃপক্ষ দ্বারা ইস্যু করা হয়েছিল। অথবা আবেদনকারী গ্রীসে বাংলাদেশের কনস্যুলার কর্তৃপক্ষের কাছে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর আগে একটি ভ্রমণ নথি ইস্যুর জন্য আবেদন জমা দিয়েছেন।

3. আবেদনের জন্য নির্দেশনাবলী :

আবেদনটি অনলাইনে অভিবাসন ও আশ্রয় মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট প্লাটফর্মে করা যাবে।
• প্রথমে এখানে প্রবেশ করবেন (ইলেক্ট্রনিক জমা দেওয়ার মাধ্যমে রেসিডেন্স পারমিট মঞ্জুর করার অনুরোধ)
• তারপর ওয়ার্ক বা কাজ ক্যাটাগরিতে যান
• বাংলাদেশের (N৪৯৫৯/২০২২) নাগরিকদের সাময়িক কর্মসংস্থান নির্বাচন করুন
• আবেদন বা application জমা দিন নির্বাচন করুন (যা নির্দেশের পরে নীল বক্সে রয়েছে)
• স্ক্রীনে ক্রমানুসারে প্রদর্শিত বাকি ধাপগুলি অনুসরণ করতে থাকুন, যেমন (একটি মোবাইল ফোন নম্বর পূরণ করুন → একটি কোড পূরণ করুন যা একটি sms এর মাধ্যম আসবে → আবেদন জমা দেওয়ার জন্য "আমি" বা "নিজ" চয়ন করুন একটি ইমেইল পূরণ করুন এবং ওই ইমেইল এ যেই কোড আসে ঐটা পূরণ করুন → জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য পূরণ করা, ভ্রমণ নথির বিবরণ এবং বাসস্থানের বিবরণ পূরণ করুন → প্রদত্ত ফি বা পারাভোলো কোড পূরণ করুন → সমর্থনকারী প্রমানাদির সাথে ফাইলগুলি আপলোড করুন → আপনার প্রমাণাদিগুলো আবার পরীক্ষা করুন এবং আবেদন জমা দেওয়া → আবেদন জমা এবং ইমেলের রসিদ নিশ্চিতকরণ করুন → সর্বশেষ প্রাপ্ত নথি প্রিন্ট করুন)।

বি দ্রঃ : অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে জমা দেওয়া শনাক্তকরণ নথি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যা বাংলাদেশী নাগরিককে এদেশে অস্থায়ী আইনি বসবাস, গ্রেফতার, প্রশাসনিক আটক এবং নির্বাসন থেকে সুরক্ষা দিবে ,এবং বীমা ও কাজ করার অধিকার দিবে, শুধুমাত্র বাংলাদেশে যাতায়াতের অধিকার দিবে। সেই কারণে যারা আবেদন ফাইল জমা করবেন যতক্ষণ না তাদের বসবাসের অনুমতি ইস্যু করা হয়, তাদের অবশ্যই একটি শনাক্তকরণ ডুকুমেন্ট হিসাবে এই শনাক্তকরণ নথি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।